Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিনা আক্তার

রোলঃ 23090120713


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিনা আক্তার

রোলঃ 23090120713

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানজিনা আক্তার, আইডিঃ 23090120713 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তানজিনা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

**তানজিনা আক্তার**

আইডিঃ 23090120713

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


ভূমিকা : ............................................................................................5

ছালাতের সংজ্ঞা....................................................................................5

সুন্নত ছালাত ;........................................................................................7

নফল ছালাত ও তার ফযীলত :...............................................................10

সালাতুল তাসবিহ নামাজের ফজিলত;.....................................................16

১০. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের ছালাত......................................................16

১১. ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ .......................................................................16

১২.ছালাতুয যাওয়াল...............................................................................18

১৩.আওয়াবিনের ছালাত:.........................................................................18

১৪. ছালাতুল কাজায়িদ দাঈন বা ঋণ পরিশোদধের নামাজ:........................19

১৫.ছালাতুল ফাকা: ...................................................................................19

১৬.ছালাতুল মাতার:.................................................................................19

১৭.ছালাতুল নাউম:...................................................................................19

১৮.কুসুফ ও খুসুফ ছালাত .......................................................................19

নফল ছালাতে দোয়া কবুল হওয়ার সুযোগ: .............................................35

অতিরঞ্জন ও কুসংস্কার;.........................................................................38

উপসংহার ...........................................................................................42

চূড়ান্ত মন্তব্য;......................................................................................44

## ভূমিকা :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নামাজের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে, আত্মশুদ্ধি অর্জন করে এবং নৈতিকভাবে দৃঢ় হয়।

আল্লাহ তা 'আলা বলেন–

> "নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"
(সূরা আনকাবুত: ৪৫)

নামাজের গুরুত্ব ইসলামে এতটাই যে, এটি একমাত্র ফরজ ইবাদত যা কোনো অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু ইসলামে ফরজ নামাজের পাশাপাশি নফল নামাজেরও বিশাল তাৎপর্য রয়েছে। নফল নামাজ হলো এমন এক ইবাদত যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অতিরিক্ত উপায়। এটি বান্দাকে আল্লাহর আরও কাছাকাছি নিয়ে যায়।

---

## ছালাতের সংজ্ঞা

:ছালাত (الصلاة / As-Salāh) ইসলাম ধর্মের একটি মৌলিক ইবাদত, যা আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম। 'সালাত' শব্দটি আরবি "صلاة" থেকে এসেছে, যার আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত, প্রশংসা ও সংযোগ। শরীয়তের পরিভাষায় ছালাত বা নামাজ বলতে বোঝায়–

> "বিশেষ নিয়মে নির্ধারিত সময়ে কিবলামুখী হয়ে নির্দিষ্ট কথা ও কাজ দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করা।"

ইমাম ইবনুল হামাম (রহঃ) বলেন–

> "الصلاة عبارة عن أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة."

অর্থাৎ, “ছালাত এমন কিছু কথা ও কাজের সমষ্টি যা তাকবির দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম দ্বারা শেষ হয়, নির্দিষ্ট শর্তাবলীর অধীনে।”
– (فتح القدير, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫৮)

অতএব, নামাজ হচ্ছে এমন এক ইবাদত যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণে স্থায়ী রাখে এবং পাপাচার থেকে বিরত রাখে।
কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ <

“নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।”
– (সূরা আল-আনকাবূত: ৪৫)

ছালাতের শ্রেণিবিভাগ
:ইসলামী শরীয়তের আলোকে নামাজকে সাধারণত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ

১. ফরজ (فرض)

২. ওয়াজিব (واجب)

৩. সুন্নত (سنة)

৪. নফল (نفل)

৫. মাকরূহ বা নিষিদ্ধ নামাজ (مكروه)

নিচে প্রতিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো–

ফরজ ছালাত ;ফরজ ছালাত এমন ছালাত যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল ﷺ বাধ্যতামূলক করেছেন। যেমনঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, জুমার ছালাত ইত্যাদি। ফরজ ছালাত অস্বীকার করা কুফরি, আর ইচ্ছাকৃতভাবে তা পরিত্যাগ করা মারাত্মক গুনাহ।আল্লাহ তায়ালা বলেন;

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا <

"নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের জন্য নির্ধারিত সময়ে ফরজ করা হয়েছে।"
– (সূরা আন-নিসা: ১০৩)

ওয়াজিব ছালাত;ওয়াজিব ছালাত ফরজের কাছাকাছি পর্যায়ের ইবাদত। যেমন: বিতর নামাজ, ঈদের নামাজ ইত্যাদি।

## সুন্নত ছালাত ;

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত যেসব নামাজ আদায় করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে তা আদায়ের নির্দেশ দিতেন, সেগুলো সুন্নত নামাজ হিসেবে পরিচিত। এগুলোর আদায় ফরজ নয়, কিন্তু তা পরিত্যাগ করা অপছন্দনীয়।

নফল ছালাত; ছালাতের মধ্যে ফরজ ছালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও নফল ছালাতের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলত।নফল আরবি শব্দ। এর অর্থ কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ, ঐচ্ছিক ও অতিরিক্ত। ইসলামের পরিভাষায়, ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত ইসলামী শরিয়ত প্রবর্তিত বিধান বা বিষয়কে নফল বলা হয়। (মুজামুত তারিফাত, পৃ. ২৬৬)
যে আমল রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত করতেন এবং মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন তাকে মুস্তাহাব, নফল বা মানদুব বলা হয়।মূলতঃ ফরয ব্যতীত সকল ছালাতই নফল বা অতিরিক্ত। তবে যেসব নফল ছালাত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিয়মিত পড়তেন বা পড়তে তাকীদ করতেন, সেগুলিকে ফিক্বহী পরিভাষায় 'সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ' বা 'সুন্নাতে রাতেবাহ' বলা হয়। যেমন ফরয ছালাত সংশ্লিষ্ট সুন্নাত সমূহ।এই সুন্নাতগুলি ক্বাযা হ' লে তা আদায় করতে হয়। যেমন যোহরের প্রথম দু' রাক 'আত বা চার রাক 'আত সুন্নাত ক্বাযা হ' লে তা যোহর ছালাত আদায়ের পরে পড়তে হয় এবং ফজরের দু' রাক 'আত সুন্নাত ক্বাযা হ' লে তা ফরয ছালাতের পরেই পড়তে হয়।
২য় প্রকার সুন্নাত হ' ল 'গায়ের মুওয়াক্কাদাহ' , যা করলে নেকী আছে, কিন্তু তাকীদ নেই।রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'দুই আযানের মধ্যে' অর্থাৎ আযান ও এক্বামতের মাঝে ছালাত রয়েছে (২ বার)। তৃতীয়বারে বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে' ।যেমন আছরের পূর্বে দুই বা চার রাক 'আত সুন্নাত, মাগরিব ও এশার পূর্বে দু' রাক 'আত সুন্নাত প্রভৃতি।
নফল ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত : নফল ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। তার মধ্যে কয়েকটি হ' ল ;ফরজ সলাতের ঘাটতি পূরণ,মর্যাধার উন্নতি করণ,আল্লাহর ভালোবাসা লাভ,রাসুলুল্লা (সা:) এর সাথে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করা যায়, জাহান্নামের আগুন

হারাম হয়ে যায়,নামাজের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। এ বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হ' ল।-

১. ফরয ছালাতের ঘাটতি পূরণ: আল্লাহ তা 'আলার একান্ত সান্নিধ্য লাভের জন্য ফরয ইবাদত যেমন যরূরী, তেমনি ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করার জন্য নফল ইবাদত যরূরী। আমাদের অনেকের বিভিন্ন সময়ে ফরয ছালাতে ঘাটতি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হাশরের ময়দানে ফরয ছালাতের ঘাটতি পূরণ হবে নফল ছালাত দ্বারা। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। যদি তার ছালাতের হিসাব সঠিক হয় তাহ' লে সে সফলকাম হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি ছালাত বিনষ্ট হয়ে যায় তাহ' লে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয ছালাতে কিছু কমতি হয়, তাহ' লে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না? তখন নফল দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্যান্য সকল আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে' (যেমন সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদিতে)।

শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা 'আলার অশেষ দয়া, নে 'মত ও অনুগ্রহের অন্যতম হ' ল, তিনি আমাদের জন্য প্রত্যেক ওয়াক্তে ফরয ছালাতের আগে ও পরে নফল ছালাতের বিধান দিয়েছেন, শুধু নিষিদ্ধ ওয়াক্ত ব্যতীত। যাতে মুসলমান বান্দা তার ফরয ছালাতের ঘাটতি নফল ছালাত দ্বারা পূর্ণ করতে পারে' ।

২. মর্যাদা উন্নতকরণ : নফল ছালাত মুছল্লীর মর্যাদা উন্নত করে এবং তার পাপ মোচন করে তাকে আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত করে। জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের যত মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হ' ল নফল ছালাত। মা 'দান ইবনু ত্বালহা (রহঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুক্তদাস ছাওবান (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম
أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِى اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ,

'আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন, যে কাজ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি চুপ থাকলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি চুপ থাকলেন। আমি তৃতীয়বার তাকে একই প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি নিজেও এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তোমার উচিত আল্লাহকে বেশী বেশী সিজদা করা। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিটি সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সম্মানের স্তর একটি করে বৃদ্ধি করবেন ও তোমার থেকে একটি করে গোনাহ দূর করে দিবেন' ।

৩. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ : মানুষ যেসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভে ধন্য হয় তন্মধ্যে নফল ছালাত অন্যতম। এ ছালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রিয়

বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হ' তে পারে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন

إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا , افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى

'আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার সাথে দুশমনী করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরয করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অনুসন্ধানের চাইতে প্রিয়তর আমার নিকটে আর কিছু নেই। বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিল করে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দর্শন করে। হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধারণ করে। পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকটে কোন কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দান করে থাকি। যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি' ...।

৪. রাসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য অর্জন : জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে থাকা বড়ই সৌভাগ্য ও মর্যাদার বিষয়। এই সৌভাগ্য তারাই অর্জন করতে পারবে যারা অধিক হারে নফল ছালাত আদায় করবে। এর মাধ্যমে তার সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে এবং গুনাহ দূর হবে। রবী 'আহ বিন কা 'ব (রাঃ) বলেন

كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِى سَلْ .فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ, مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ .قَالَ أَوَغَيْرَ ذَلِكَ .قُلْتُ هُوَ ذَاكَ .قَالَ فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

'আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর সাথে সাথে থাকতাম এবং ওযূর পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, (কল্যাণের কিছু) চেয়ে নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই (আমি চাই)। তিনি বললেন, তুমি বেশী বেশী সিজদা করে (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য কর' ।

৫. জাহান্নামের আগুন হারাম : যারা ফরয ছালাতের সাথে সাথে নফল ছালাত আদায় করেন আল্লাহ তা 'আলা তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। ফলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ(সাঃ)-কে বলতে শুনেছি

،مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ,

'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক 'আত এবং পরে চার রাক 'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন' । অন্যত্র তিনি বলেন

،مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ,

‘যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক ‘আত এবং পরে চার রাক ‘আত ছালাত আদায় করবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না’ ।

আল্লাহ তা ‘আলা বান্দার উপর যে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন সেটা ছাড়াও কতিপয় নফল ছালাত রয়েছে, যা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ।

৬. নামাজের প্রতি ভালোবাসা বাড়ায়:

নিয়মিত নফল আদায় করলে নামাজের প্রতি মনোযোগ, খুশু-খুজু এবং ইবাদতের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

## নফল ছালাত ও তার ফযীলত :

১. দিনে রাতে ১২ রাক ‘আত সুন্নাত : মুমিন বান্দা দিনে রাতে ১২ রাক ‘আত সুন্নাতে মু ‘য়াক্কাদাহ ছালাত আদায় করলে জান্নাতে তার জন্য ঘর নির্মিত হয়। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি

مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ,

‘যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাক ‘আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই ও ফজরের পূর্বে দুই’ । ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূলুললাহ (সাঃ) থেকে যোহরের পূর্বে দু’ রাক ‘আত সহ সর্বমোট দশ রাক ‘আতের কথা এসেছে। আয়েশা (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ‘ফজরের দু ‘রাক ‘আত সুন্নাত ছালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু হ’ তে উত্তম’ ।

অনুরূপভাবে বিতর ছালাতও খুব ফযীলতপূর্ণ ছালাত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বাড়ীতে বা সফরে কোন অবস্থায় বিতর ও ফজরের দু’ রাক ‘আত সুন্নাত পরিত্যাগ করতেন না।

‘বিতর’ অর্থ বেজোড়। যা মূলতঃ এক রাক ‘আত। কেননা এক রাক ‘আত যোগ না করলে কোন ছালাতই বেজোড় হয় না। ইবনু ওমর (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, ‘রাতের নফল ছালাত দুই দুই (مَثْنَى مَثْنَى)। অতঃপর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন সে যেন এক রাক ‘আত পড়ে নেয়। যা তার পূর্বেকার সকল নফল ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে’ ।অন্য হাদীছে তিনি বলেন, اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ ‘বিতর রাত্রির শেষে এক রাক ‘আত মাত্র’ । আয়েশা (রাঃ) বলেন,وَكَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ‘রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক রাক ‘আত দ্বারা বিতর করতেন’ । বিতর ছালাত ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ ও ১৩ রাক ‘আত পর্যন্ত (وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ) পড়া যায় এবং তা প্রথম রাত্রি, মধ্য রাত্রি, ও শেষ রাত্রি সকল সময় পড়া চলে।

২. ছালাতুল ইশরাক্ব : ছালাতুল ইশরাক্বের অপর নাম ছালাতুয যোহা। 'শুরূক্ব' অর্থ সূর্য উদিত হওয়া। 'ইশরাক্ব' অর্থ চমকিত হওয়া। আর 'যোহা' অর্থ সূর্য গরম হওয়া। এই ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে একে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলা হয় এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে 'ছালাতুয যোহা' বা চাশতের ছালাত বলা হয়। ইশরাক্ব, যোহা, সবই একই ছালাত। চাশতের ছালাতের সর্বনিম্ন রাক 'আত সংখ্যা দুই এবং সর্বোচ্চ আট পর্যন্ত পাওয়া যায়।এছাড়া এর উপর যত খুশি আদায় করা যায়। তবে নির্দিষ্টভাবে বার রাক 'আত যোহা আদায়ের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছটি যঈফ।

জীবনের গুনাহ মাফের অন্যতম বড় মাধ্যম হজ্জ ও ওমরাহ। তবে মক্কায় গিয়ে হজ্জ ও ওমরাহ করার সামর্থ্য সবার হয় না। কোন বান্দা যদি খালেছ নিয়তে ২ রাক 'আত ছালাতুল ইশরাক আদায় করে তাহ' লে সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সমপরিমাণ ছওয়াব পেয়ে যায়। আনাস (রাঃ) হ' তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ،

'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা 'আতে পড়ে, অতঃপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে বসে থাকে, অতঃপর দু' রাক 'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ ও ওমরার নেকী রয়েছে' ।

আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের শরীরের প্রতিটি অস্থি প্রতিদিন নিজের উপর ছাদাক্বা ওয়াজিব করে। কারোর সাক্ষাতে তাকে সালাম দেয়া একটি সাদাক্বা। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া একটি ছাদাক্বা, অন্যায় থেকে নিষেধ করা একটি সাদাক্বা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্ত সরিয়ে ফেলা একটি সাদাক্বা। নিজ স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়াও একটি সাদাক্বা। তবে চাশতের ২ রাক 'আত ছালাত এসব কিছুর পরিপূরক হয়ে যাবে' ।

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে,

فِى الإِنْسَانِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ .قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِىَّ اللهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّىْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ،

'মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া রয়েছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ' ল প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করে সাদাক্বা করা। সাহাবীগণ বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার, হে আল্লাহর নবী (সাঃ)? তিনি বললেন, মসজিদে লেগে থাকা থুথু মুছে ফেলাও একটি সাদাক্বা। পথ থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্ত সরিয়ে দেয়াও একটি সাদাক্বা। কিন্তু (তিনশ' ষাট জোড়ার সাদাক্বাহ দেবার মতো) কোন কিছু না পেলে তোমরা যোহার দু' রাক 'আত ছালাত আদায় কর। এটিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে' ।

৩. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ : নফল ছালাত সমূহের মধ্যে অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ছালাত হ' ল রাতের ছালাত তথা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ। রামাযানে এশার পর প্রথম রাতে পড়লে তাকে 'তারাবীহ' এবং রামাযান ও অন্যান্য সময়ে শেষরাতে পড়লে তাকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়।

তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, ক্বিয়ামে রামাযান, ক্বিয়ামুল লায়েল সবকিছুকে এক কথায় ‘ছালাতুল লায়েল’ বা ‘রাত্রির ছালাত’ বলা হয়। ‘রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাত্রির এই নফল ছালাত বিতরসহ **১১** রাক ‘আতের বেশী পড়েনি। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا،

‘রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাত্রির ছালাত এগার রাক ‘আতের বেশী আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২),চার রাক ‘আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক ‘আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক ‘আত পড়েন’।

রাতের ছালাত শ্রেষ্ঠ ছালাত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ ,

‘ফরয সালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ’ল রাত্রির (নফল) ছালাত’।

মানব জীবন ভুল-ভ্রান্তি ও নানা পাপে জর্জরিত। তাই পাপ থেকে মুক্তি পেতে সরাসরি আল্লাহর সাথে কথোপকথনের মাধ্যম হ’ল তাহাজ্জুদ ছালাত। এ ছালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে নিজের জীবনকে পাপ মুক্ত করে আল্লাহর খাঁটি বান্দাতে রূপান্তরিত হ’তে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ مَن يَّدْعُوْنِي,

‘আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা ‘আলা প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব’।

অন্যত্র তিনি বলেন

‘مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ,

যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়’। তিনি আরো বলেছেন

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ,

‘তোমাদের জন্য ক্বিয়ামুল লাইল বা রাতের সালাত আদায় করা উচিত। রাতে ইবাদত করা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের রীতি। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের পন্থা, গোনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হ’তে বিরত থাকার মাধ্যম’।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেন

،إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلاَنَ الْكَلاَمَ, ،وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

'জান্নাতের মধ্যে এমন মসৃণ প্রাসাদ রয়েছে যার বাইরের জিনিস সমূহ ভিতর হ' তে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হ' তে দেখা যায়। সেসব প্রাসাদ আল্লাহ এমন ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি মানুষের সাথে নরম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, নিয়মিত সিয়াম পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত আদায় করে' ।

৪. তাহিইয়াতুল ওযূ : ছালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হ' ল ওযূ করা। আর প্রত্যেক ওযূর পর দু' রাক 'আত নফল ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব, যাকে তাহিইয়াতুল ওযূ বলা হয়।

জান্নাত পাওয়ার অন্যতম সহজ মাধ্যম হ' ল তাহিইয়াতুল ওযূর দুই রাক 'আত নফল ছালাত। ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ, ،لَهُ الْجَنَّةُ

'যে কোন মুসলিম যখনই সুন্দরভাবে ওযূ করে দাঁড়িয়ে একাগ্রতার সাথে দুই রাক 'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়' ।

ফযীলতপূর্ণ এই নফল ছালাত নিয়মিত আদায়ের কারণেই জান্নাতে বেলাল (রাঃ)-এর পদধ্বনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুনতে পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে বললেন

يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِيْ الإِسْلاَمِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ في الجَنَّةِ، قَالَ, :مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ

হে বেলাল! বল দেখি তুমি মুসলমান হওয়ার পর এমন কি আমল কর, যার নেকীর আশা তুমি অধিক পরিমাণে কর? কেননা আমি জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ আমার সম্মুখে শুনতে পাচ্ছি। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি এছাড়া কোন আমল করি না, যা আমার নিকট অধিক নেকীর কারণ হ' তে পারে। আমি রাতে বা দিনে যখনই ওযূ করি তখনই সে ওযূ দ্বারা (দু' রাক 'আত) ছালাত আদায় করি, যা আদায় করার তাওফীক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন' ।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (সাঃ) সকালে উঠে বেলাল (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, 'হে বেলাল! কি কাজের বিনিময়ে তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌঁছলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করি, তখনই আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই। বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু' রাক 'আত ছালাত আদায় করেছি। আর যখনই আমার ওযূ ভেঙ্গেছে তখনই আমি ওযূ করেছি এবং মনে করেছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে দু' রাক 'আত ছালাত আদায় করতে হবে।

রাসূল (সাঃ) বললেন, এই দুই কাজের বিনিময়েই তুমি জান্নাতে আমার সম্মুখে চলে গেছে' ।

৫. তাহিইয়াতুল মাসজিদ : মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু' রাক 'আত নফল ছালাত আদায় করতে হয়, যাকে 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' বলে। আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .وفي رواية فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু' রাক 'আত ছালাত আদায় করার পূর্বে বসবে না' । অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'সে যেন বসার পূর্বে দু' রাক 'আত ছালাত আদায় করে নেয়' ।

এমনকি ইমামের জুম 'আর খুৎবারত অবস্থায় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলেও সে 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' দু' রাক 'আত ছালাত আদায় না করে বসবে না। বরং সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক 'আত ছালাত আদায় করেই বসবে। জাবের (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুৎবা দেওয়ার সময় বলেছেন, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، 'তোমাদের কেউ জুম 'আর দিন ইমামের খুৎবা চলাকালে মসজিদে উপস্থিত হ' লে সে যেন সংক্ষেপে দু' রাক 'আত ছালাত আদায় করে নেয়' ।

৬. আযান ও ইক্বামতের মাঝে সালাত : প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মাঝে দু' রাক 'আত নফল ছালাত রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ، 'প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে ছালাত রয়েছে। প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে ছালাত রয়েছে। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে' । আলী (রাঃ) বলেন, كان رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আছরের (ফরয ছালাতের) পূর্বে চার রাক 'আত ছালাত আদায় করতেন' । অন্যত্র এসেছে, كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ 'তিনি আছরের (ফরয ছালাতের) পূর্বে দু' রাক 'আত ছালাত আদায় করতেন' ।

জুম 'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করে তাহিইয়াতুল মাসজিদ ছালাত আদায়ের পর ইমাম খুৎবার জন্য মিম্বরে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত সাধ্যমত নফল ছালাত আদায় করা যায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ-

'যে ব্যক্তি গোসল করে জুম 'আর ছালাতে আসল, অতঃপর সাধ্যমত (নফল) ছালাত আদায় করল, অতঃপর ইমামের খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকল, তারপর ইমামের সাথে (জুম 'আর) ছালাত আদায় করল, এতে তার দু' জুম 'আর মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়' ।

৭.ছালাতুল হাজত : আল্লাহ বলেন

' ،يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ,

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন’ (বাক্বারাহ ২/১৫৩)। তাই বিশেষ কোন বৈধ চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে দু’ রাক ‘আত নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে ‘ছালাতুল হাজত ’ বলা হয়। এজন্য শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে আশু প্রয়োজনীয় বিষয়টির কথা নিয়তের মধ্যে এনে নিম্নোক্ত সারগর্ভ দো ‘আটি পাঠ করতে হবে

-اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ।

(আল্লা-হুম্মা রববানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খেরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র)। ‘হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দিন ও আখেরাতে মঙ্গল দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হ’ তে রক্ষা করুন ’। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অধিকাংশ সময় এ দো ‘আটিই পড়তেন ’।

দো ‘আটি সিজদায় পড়লে বলতে হবে, اَللَّهُمَّ آتِنَا... আল্লা-হুম্মা আ-তিনা...। কেননা রুকূ-সিজদায় কুরআনী দো ‘আ পড়া চলে না। এ বিষয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা’ র ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। যিনি বিপদে পড়ে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দো ‘আ করলে আল্লাহ তাকে বিপদমুক্ত করেন।

৮. ছালাতুত তাওবাহ : মুমিন বান্দার কোন ভুল বা পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। তখন সে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বিশেষভাবে যে নফল ছালাত আদায় করে, তাকে ‘ছালাতুত তাওবাহ’ বলা হয়। আবুবকর (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে,

‘ ،مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّى ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ

কোন লোক যদি গুনাহ করে। অতঃপর উঠে দাঁড়ায় ও পবিত্রতা অর্জন করে এবং দু’ রাক ‘আত ছালাত আদায় করে। অতঃপর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন’। তওবার জন্য নিম্নের দো ‘আটি বিশেষভাবে সিজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করতে হবে।

‘ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ-

আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে’ ‘আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহর নিকটে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক এবং তাঁর দিকেই আমি ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি’।

৯.ছালাতুল তাসবিহ: ছালাতুল তাসবিহ নামাজের ফজিলত হলো এটি জীবনের সকল প্রকার গুনাহ (ছোট-বড়, প্রকাশ্য-গোপন) মাফ করতে সাহায্য করে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম। এই নামাজে নির্দিষ্ট তসবিহ পাঠ করা হয় এবং এর মাধ্যমে আমলের পাল্লা ভারী হয়। জীবনে অন্তত একবার হলেও এই নামাজ পড়া উচিত বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

## সালাতুল তাসবিহ নামাজের ফজিলত;

- গুনাহ মাফ: এই নামাজের অন্যতম প্রধান ফজিলত হলো এটি জীবনের ছোট-বড়, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃত এবং প্রকাশ্য-গোপন সকল প্রকার গুনাহ মাফ করতে পারে।
- আল্লাহর নৈকট্য: নিয়মিত এই নামাজ আদায়ের মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।
- আমলের পাল্লা ভারী হওয়া: এই নামাজের মাধ্যমে আমলের পাল্লা ভারী হয়।
- জীবনে অন্তত একবার: জীবনে অন্তত একবার হলেও এই নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, যদি প্রতিদিন বা প্রতি জুমার দিন সম্ভব না হয়।

এই ছালাত পড়ার নিয়ম;  ছালাতুল তাসবিহ একটি চার রাকাতের নফল নামাজ, যার প্রত্যেক রাকাতে ৭৫ বার 'সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' তাসবিহটি পড়তে হয়। এটি মূলত চার রাকাতে মোট ৩০০ বার তাসবিহ পড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই নামাজের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর যেকোনো সূরা পড়া যেতে পারে এবং তাসবিহগুলো নির্ধারিত স্থানে বলার নিয়ম রয়েছে।

## ১০. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের ছালাত

: আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেশে বা দেশের বাইরে অনেক সময় সফর করে থাকি। ব্যক্তিগত সফর, সাংগঠনিক সফর, হজ্জ সফর ইত্যাদি। সফর সুখের জায়গা নয়, বরং নানাবিধ ঝামেলা ও কষ্টের জায়গা। রাসূল (সাঃ) বলেন, السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، 'সফর আযাবের অংশ' । সফর থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসা আল্লাহর বিশেষ রহমতের বহিঃপ্রকাশ। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সফর থেকে ফিরে সাধারণতঃ প্রথমে মসজিদে দু' রাক 'আত নফল ছালাত আদায় করে তারপর বাড়ীতে প্রবেশ করতেন।

## ১১. ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ

: আল্লাহর নিকট থেকে কল্যাণ ইঙ্গিত প্রার্থনার জন্য যে নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে 'ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ' বলা হয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কোন্ শুভ কাজটি করা মঙ্গলজনক হবে, সে বিষয়ে আল্লাহর নিকট থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে এই ছালাত আদায় করা হয়। কোন দিকে ঝোঁক না রেখে সম্পূর্ণ নিরাবেগ ও খোলা মনে ইস্তেখা-রার ছালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যেদিকে মন টানবে, সেভাবেই কাজ করতে হবে। এজন্য ফরয

ছালাত ব্যতীত ইস্তেখারার নিয়ত সহ দু’ রাক ‘আত নফল ছালাত দিনে বা রাতে যেকোন সময়ে পড়া যায়। জাবের (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ، ‘রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে ‘ইস্তেখা-রাহ’ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন কাজের সংকল্প করবে, তখন ফরয ব্যতীত দু’ রাক ‘আত ছালাত আদায় করবে। অতঃপর (দো ‘আয়) বলবে,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ، (قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণের বিষয়টি প্রার্থনা করছি এবং তোমার শক্তির মাধ্যমে (সেটা অর্জন করার) শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমিই ক্ষমতা রাখ। আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমিই জান, আমি জানি না। তুমিই যে অদৃশ্য বিষয় সমূহের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, এ কাজটি আমার জন্য উত্তম হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ’ লে ওটা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর ওতে আমার জন্য বরকত দান কর। আর যদি তুমি জান যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ’ লে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখ। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ কর, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট কর’ । এখানে হা-যাল আম্রা (এই কাজ) বলার সময় কাজের নাম উল্লেখ করা যায় বলে রাবী বর্ণনা করেন। যা উপরোক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত হয়েছে’ ।

উক্ত দো ‘আটি ছালাতের শেষ বৈঠকে করা ভালো। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছালাতের মধ্যেই বিশেষ করে সিজদায় এবং শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষ দো ‘আ সমূহ করতেন। সে হিসাবে ইস্তেখা-রার দো ‘আটিও শেষ বৈঠকে বসে ধীরে-সুস্থে করা বাঞ্ছনীয়।

## ১২.ছালাতুয যাওয়াল

: ছালাতুয যাওয়াল বা সূর্য ঢলে পড়ার ছালাত মূলতঃ ৪ রাক 'আত বিশিষ্ট নফল ছালাত। আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সূর্য ঢলার পর হ' তে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত ৪ রাক 'আত ছালাত আদায় করতেন এবং বলতেন,إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ 'এ সময় আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, এ সময় আমার কোন সৎকর্ম আল্লাহর দরবারে পৌঁছাক' । অন্য হাদীছে আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) সূর্য ঢলে পড়লে ৪ রাক 'আত ছালাত আদায় করতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি সূর্য হেলে গেলে (গুরুত্বের সঙ্গে) ৪ রাক 'আত ছালাত আদায় করেন কেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সূর্য ঢলার পর আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং যোহর পর্যন্ত তা খোলা থাকে। আমি চাই এ সময় আমার কোন ভালো কাজ আকাশে পৌঁছাক। আমি বললাম, এর প্রতি রাক 'আতেই কি ক্বিরাআত পড়তে হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, ২ রাক 'আতের পর সালাম ফিরাতে হয় কি? তিনি বললেন, না' । একদল বিদ্বানের মতে এই ছালাত ছিল যোহরের পূর্বের ৪ রাক 'আত সুন্নাত ছালাত। তবে ইবনুল ক্বাইয়িম, ইরাক্বী ও মুবারকপুরী সহ কতিপয় বিদ্বানের মতে এটি স্বতন্ত্র ছালাত, যাকে 'ছালাতুয যাওয়াল' বা সূর্য ঢলে পড়ার ছালাত বলা হয়। এটি যোহরের ছালাতের পূর্বের চার রাক 'আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ নয়। অতএব আকাশের দরজা খুলে দেওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহর নিকট দো 'আ কবুলের আশায় নফল ছালাত হিসাবে এটি আদায় করা যায়।

## ১৩.আওয়াবিনের ছালাত:

মাগরিব নামাজের পর থেকে এশা পর্যন্ত।এই ছালাতের রাকাআত সংখ্যা ৬ বা এর অধিক।এই ছালাতের ফজিলত;

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةٍ <

"যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাআত নামাজ পড়ে কোনো অশোভন কথা না বলে, তার জন্য বারো বছরের ইবাদতের সওয়াব লেখা হয়।"

– (তিরমিজি, হাদীস: ৪৩৫)

তাৎপর্য:

আওয়াবিন মানে "আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী" । এটি গুনাহ মোচনের উপায় এবং নেক আমল বৃদ্ধির মাধ্যম।

## ১৪. ছালাতুল কাজায়িদ দাঈন বা ঋণ পরিশোদধের নামাজ:

হজরত আবু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার ঋণ আছে; কিন্তু তা পরিশোধ করার ক্ষমতা নেই। উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি দুই রাকাত করে চার রাকাত নামাজ আদায় করো; ইনশা আল্লাহ তোমার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে।

## ১৫.ছালাতুল ফাকা:

হজরত হুসাঈন (রা.) পুত্র আলী (রা.) কে বলেন, বৎস! শোনো, যখন তোমার ওপর কোনো বালা-মুসিবত আপতিত হয় অথবা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন তুমি চার রাকাত নফল নামাজ পড়বে। আলী ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি এই নামাজ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার বিপদ ও অভাব দূর করবেন।

## ১৬.ছালাতুল মাতার:

হজরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আকাশে মেঘ দেখে যদি কোনো ব্যক্তি দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে; আল্লাহ তাকে বৃষ্টির প্রতি ফোঁটায় ১০টি করে নেকি দান করবেন। বৃষ্টির পানিতে গাছপালায় ও তৃণলতায় যত পাতা গজাবে প্রতি পাতার বিনিময়ে তাকে আরও ১০টি করে নেকি দেওয়া হবে।

## ১৭.ছালাতুল নাউম:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি শোয়ার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়ে, তা তার জন্য এক হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও এক হাজার জামাকাপড় (পোশাক) দান করার চেয়ে উত্তম।

## ১৮.কুসুফ ও খুসুফ ছালাত

:কুসুফ (সূর্যগ্রহণ) এবং খুসুফ (চন্দ্রগ্রহণ) নামাজের ফজিলত হলো এটি একটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত) যা আল্লাহর নিদর্শন দেখে বান্দাদের তাঁর ইবাদতে মগ্ন হওয়া, ক্ষমা

প্রার্থনা করা এবং ঈমান নবায়নের সুযোগ করে দেয়।এই নামাজগুলো আদায় করা হয় গ্রহণ চলাকালীন এবং এর মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ভীতি ও স্মরণ এবং কুসংস্কার থেকে দূরে থাকা।

কুসুফ ও খুসুফ নামাজের ফজিলত ;

আল্লাহর নিদর্শন স্মরণ করা:সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় এই নামাজ আদায় করার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর অসীম কুদরত ও নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পায়।

ক্ষমা প্রার্থনা ও ঈমান নবায়ন: এই নামাজ বান্দাকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং নিজের ঈমানকে আরও শক্তিশালী করতে উৎসাহিত করে।

আল্লাহর ভয় ও স্মরণ:এই নামাজ বান্দাদের আল্লাহর ভয় দেখানোর এবং তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি মাধ্যম, যা প্রচলিত কুসংস্কারকে পাশ কাটিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

বিশেষ ইবাদত: এটি একটি বিশেষ ইবাদত যা গ্রহণ চলাকালীন আদায় করা হয় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

ছালাতের শর্ত (শরিঈ শর্তাবলি) :

নামাজ আদায় করার আগে যে বিষয়গুলো পূরণ করা আবশ্যক–

1. তাহারাত (পবিত্রতা)
ওযু বা গোসল করা
নাপাকি থেকে মুক্ত থাকা

2. সতর (ঢাকা-ঢাকি)
পুরুষ : নাভ থেকে হাঁটু পর্যন্ত
নারী : মুখমণ্ডল ও হাত ছাড়া পুরো শরীর

3. নামাজের সময় হওয়া
প্রতিটি নামাজের নির্দিষ্ট সময় আছে।

4. কেবলামুখী হওয়া

5. নাপাক স্থান বা পোশাক না থাকা

6. নিয়ত করা

৩) সালাতের রুকন (মূল অংশ)
যেগুলো ছাড়া নামাজ হয় না–

1. নিয়ত
2. কিয়াম (দাঁড়ানো–সক্ষম হলে)
3. কিরাত (সূরা ফাতিহা পড়া)
4. রুকু করা
5. সেজদা করা
6. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া
7. সালাম ফিরানো

---

৪) সালাতের ওয়াজিব
যেগুলো ছুটলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়–

সূরা ফাতিহার সাথে আরেকটি সূরা পড়া (প্রথম দুই রাকাতে)

তাকবিরে তাশরিক

কিরাত, রুকু ও সেজদা ঠিকভাবে করা

কুনুত পড়া (বিতরে)

শেষ বৈঠক পুরোপুরি করা

সালাতের নির্দিষ্ট ক্রম ঠিক রাখা

---

৫) সালাতের সুন্নাত
হাত কান পর্যন্ত তুলে তাকবির বলা
রুকুতে "সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম" পড়া
সেজদায় "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" পড়া

হাত বেঁধে দাঁড়ানো (ছাতির নিচে/উপর–মাজহাবভেদে)
তাশাহহুদে আঙুল তোলা
এসব না করলে নামাজ Sahih হবে, তবে সওয়াব কমে যায়।

---

৬) সালাত নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ
নিচের কাজগুলো করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়–

1. কথা বলা
2. অযু ভেঙে যাওয়া
3. ইচ্ছাকৃতভাবে কিবলা থেকে মুখ ফেরানো
4. হাসা বা উচ্চস্বরে কাশা
5. এক রাকাত বা ফরজ বাদ দেওয়া
6. অতিরিক্ত নড়াচড়া
7. খাওয়া-দাওয়া করা

---

৭) সালাতের বিশেষ আদব-আচরণ (মাকরূহ পরিহার)
তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়া
মনোযোগ বিচ্ছিন্ন রেখে পড়া
আঙুল ফোটানো, পোশাক নিয়ে খেলা
সামনে দিয়ে কেউ হেঁটে যাওয়া–স্টাফা রাখা উচিত

---

৮) জামাতে নামাজ
ফরজ নামাজ জামাতে পড়া অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ। একা নামাজের তুলনায় ২৭ গুণ বেশি সওয়াব।
রাসূল ﷺ বলেছেন: জামাতে দাঁড়ানো মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করে

জামাতে দাঁড়ানোর নিয়ম;

১. সোজা কাতার, কাঁধ-কাঁধ মিলিয়ে
২. ইমাম সামনে, মুসল্লিরা পেছনে
৩. ফাঁকা জায়গা পূরণ করা

4. ডান পাশের কাতারে দাঁড়ানো বেশি ফজিলতপূর্ণ

মা’ মুমের করণীয়;

তাকবিরে তাহরিমা ইমামের পরে বলা
ইমামের সাথে রুকু-সেজদা করা
আগে ওঠা-বসা করা যাবে না
ইমাম ভুল করলে “সুবহানাল্লাহ” বলা
ইমামের ভুল হলে;
ইমাম ভুল করলে মা’ মুম সাবধান করবে
প্রয়োজনে ইমাম পিছিয়ে যাবে এবং অন্য কেউ ইমামতি নেবে
এক রাকাত পান–এত সওয়াব যেন রাতভর ইবাদত করেছেন
জামাতে দাঁড়ানোর নিয়ম:
ইমামের ঠিক পিছনে জ্ঞানী ও পরহেজগার ব্যক্তিরা
কাঁধ-কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো

মুসাফির অবস্থায় ছালাতের বিধান:
ইসলামি শরিয়তে যিনি নিজ বাড়ি থেকে কমপক্ষে ৩ দিন পথ (প্রায় ৪৮ মাইল / ৭৭-৮০ কিমি) দূরে যাওয়ার নিয়ত করেন, তিনি মুসাফির গণ্য হবেন।

হাদিসের দলিল;
ইবনে উমর (রা.) বলেন:

> “রাসূল ﷺ তিন দিনের পথ (প্রায় ৪৮ মাইল) নির্ধারণ করেছেন যা সফরের দূরত্ব।”
(সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত)

–এ থেকেই অধিকাংশ ফিকহ মতে মুসাফিরের দূরত্ব নির্ধারিত।

---

২) মুসাফির হলে নামাজের রাকাত সংখ্যা হবে;

৪ রাকাতের ফরজ নামাজ → ২ রাকাতে পড়তে হবে।

এটাকে কসর বলা হয়।
নামাজ সফরে রাকাত;
যোহর ২
আসর ২
এশা ২
মাগরিব৩ (পরিবর্তন নেই)
ফজর ২ (পরিবর্তন নেই)

দলিল : কসর সুন্নাহ, রাসূল ﷺ নিয়মিত করতেন

হাদিস:
> “রাসূল ﷺ যখন সফরে থাকতেন, তিনি যোহর, আসর ও এশার চার রাকাতকে দুই রাকাত পড়তেন।”
(সহিহ বুখারি, হাদিস ১০৯০)

আরও এসেছে–

> “নবী ﷺ কখনো সফরে চার রাকাত নামাজ পড়েননি।”
(সহিহ মুসলিম)

---

৩) কসর নামাজ শুরু হয়;

বাড়ির সীমানা (মহল্লা/এলাকা) অতিক্রম করা মাত্র।
দলিল;
সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা.) হতে বর্ণিত–
> “রাসূল ﷺ শহর ছেড়ে বের হওয়ার পর নামাজ কসর করেছেন।”
(সুনান আবু দাউদ)

---

৪) সফরে  কসর পড়ার নিয়ম;

- ১৫ দিনের নিচে অবস্থান → আপনি এখনও মুসাফির → কসর করবেন
- ১৫ দিনের বেশি অবস্থান → মুসাফির থাকবেন না → পূর্ণ নামাজ পড়তে হবে

হাদিসের দলিল;
ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন:
> “রাসূল ﷺ তাবুক সফরে ১৯ দিন অবস্থান করেছেন এবং ২ রাকাত করে নামাজ পড়েছেন।”
(সহিহ বুখারি, হাদিস ৪২৯৮)
–ফিকহ মতে ১৫ দিনকে স্থায়ী অবস্থানের সীমা ধরা হয়েছে।

---

৫) মুসাফিরের জামাতে অংশ নেওয়ার হুকুম
যদি মুসাফির স্থায়ী মুকিম ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে:
ইমাম ৪ রাকাত পড়লে
→ মুসাফিরকেও ৪ রাকাত পড়তে হবে
→ কসর করতে পারবে না।

দলিল;
> “ইমাম যেভাবে নামাজ পড়বে, তোমরা সেভাবেই পড়বে।”
(সহিহ বুখারি)

যদি মুসাফির নিজে ইমাম হয়:
মুসাফির ২ রাকাত পড়াবে
পিছনের মুকিমরা (যারা স্থানীয়)
→ ইমাম সালাম ফিরালে বাকি ২ রাকাত সম্পন্ন করবে

হাদিস দলিল:
> “মুসাফির ইমাম হলে মুকিমরা নিজেদের নামাজ পূর্ণ করবে।”
(মুয়াত্তা মালিক)

৬) কসর করা ওয়াজিব নয়, তবে সুন্নাহ মুআক্কাদাহ।
রাসূল ﷺ কখনো সফরে চার রাকাত পড়েননি। তাই কসর না করা সুন্নাহ বিরোধী।

হাদিস;
> “এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি দান। সুতরাং আল্লাহ তাঁর দান গ্রহণ করতে ভালোবাসেন।”
(সহিহ মুসলিম)

অর্থাৎ–কসর পড়া আল্লাহর দান গ্রহণ করা।

---

৭) মুসাফিরের নফল নামাজ

রাসূল ﷺ সফরে–
সুন্নাতুল মুআক্কাদাহ → সাধারণত পড়তেন না (ফজরের সুন্নাত ছাড়া)

নফল → চাইলে পড়তেন

দলিল;
আয়েশা (রা.) বলেন:
> “নবী ﷺ সফরে ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত ছাড়া আর কোনো সুন্নাত নিয়মিত পড়েননি।”
(সহিহ বুখারি)

নফল নামাজের আদব ও নিয়ম:নফল নামাজের সাধারণ আদব ও নিয়ম হলো পাক-পবিত্র হয়ে, একাগ্রতার সাথে নিয়ত করে নামাজ শুরু করা, এবং স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়া। নফল নামাজে যেকোনো সূরা বা আয়াত পড়া যায় এবং সেগুলোর ক্রম ঠিক রাখা জরুরি নয়, তবে রাতের নফল নামাজ ইচ্ছা করলে সরবেও পড়া যায়। নির্দিষ্ট নফল নামাজের জন্য বিশেষ নিয়ম থাকতে পারে, যা অনুসরণ করা উত্তম।

নফল নামাজের সাধারণ নিয়মাবলী;

- পাক-পবিত্রতা: নফল নামাজ আদায়ের আগে অবশ্যই পাক-পবিত্র হয়ে নিতে হবে।
- একাগ্রতা: একাগ্রতা ও মনোযোগের সাথে নামাজ পড়া উচিত।

- নিয়ত: যে কোনো নফল নামাজের জন্য মনে মনে নিয়ত করতে হবে। যেমন, মাগরিবের নফল নামাজের নিয়তের একটি উদাহরণ হলো: "নাওয়াইতুয়ান উসালিয়া-লিল্লাহি তা'আলা রাকাআতি ছালাতিল নফলে মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার"।
- কিরাআত: নফল নামাজে যেকোনো সূরা বা আয়াত পড়া যায়। সূরার ক্রম ঠিক রাখা জরুরি নয়। রাতের নফল নামাজ ইচ্ছা করলে সরবেও পড়া যায়, তবে দিনের বেলায় নীরবে পড়তে হবে।
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য:
- পুরুষ: নাভির উপর হাত রেখে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে হবে।
- মহিলা: উভয় হাত বুকের উপর রেখে ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর উপরে রাখতে হবে, তবে আঁকড়ে ধরা যাবে না।
- মহিলাদের নামাজের আলাদা বিধান;
- 
- নারীর নামাজের সাথে পুরুষের পার্থক্য
- 
- ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী নারীর নামাজে লজ্জা ও পর্দা বেশি গুরুত্ব পায়। তাই–
- নারীর সন্তান-সাদৃশ্য নামাজের পার্থক্য;
- 
- ১. হাত বেঁধে রাখা
- বুকে বা বুকের নিচে
- 
- ২. রুকুতে হাত হাঁটুতে শক্তভাবে ধরার দরকার নেই–হালকা রাখবে
- ৩. সেজদা
- শরীরকে বেশি গুটিয়ে রাখবে
- পেট ও উরু লেগে থাকবে
- 
- ৪. বসে পড়া
- উভয় পা ডান দিকে বের করে বসবে
- ৫. আওয়াজ
- কিরাত নিচু স্বরে (শুধু নিজের শোনার মতো)
- অন্তর স্থির রাখা: চোখ সামনের মাটিতে নিবদ্ধ রাখতে হবে।
- দোয়া ও মোনাজাত: নামাজ শেষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা যেতে পারে।

সিজদায় সাহু করার বিধান ;

সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় যে সময়;

১. ওয়াজিব কাজ বাদ গেলে

যেমন–সূরা ফাতিহার পরে ছোট সূরা পড়া ভুলে যাওয়া

২. ভুল করে কিছু যোগ করে ফেললে

যেমন–সেজদা তিনবারের বেশি করা

৩. রুকু-সেজদায় ভুল সংখ্যা

৪. তাশাহহুদ ভুলে দাঁড়িয়ে যাওয়া

৫. ইমাম ভুল করলে

পদ্ধতি;

১. তাশাহহুদ শেষে ডান দিকে সালাম দেওয়া–
"আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"

2. এরপর দুটি সিজদা করা

3. আবার বসে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া পড়া

4. শেষে দুই দিকে সালাম

কুরআনে নফল নামাজ সর্ম্পকিত আয়াত:কুরআনে সরাসরি "নফল নামাজ" শব্দটি উল্লেখ না থাকলেও, বিভিন্ন আয়াতে নফল ইবাদতের গুরুত্ব ও নির্দেশনার মাধ্যমে নফল নামাজের কথা বলা হয়েছে। প্রধানত, আল্লাহকে স্মরণের জন্য রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ) এবং অন্যান্য ঐচ্ছিক ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। নফল নামাজের উদাহরণ হিসেবে তাহাজ্জুদ নামাজের কথা বলা হয়েছে, যা ফরজ নামাজের পর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

নফল নামাজ সম্পর্কিত আয়াত

- "এবং রাতের কিছু অংশে এবং দিনের শেষে তোমরা সালাত কায়েম করবে। নিশ্চয়ই ভালো কাজগুলো মন্দগুলোকে দূর করে দেয়।" (সূরা হুদ, আয়াত ১১৪) এই আয়াতে দিনের বিভিন্ন সময়ে নামাজ আদায়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা নফল নামাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

- "আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রাতের বেলা সিজদা ও দাঁড়ানো অবস্থায় ইবাদত করে।" (সূরা ফুরকান, আয়াত ৬৪)এই আয়াতে রাতের নফল নামাজ, বিশেষ করে তাহাজ্জুদ নামাজের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

- "তারাই সেই লোক, যাদেরকে আমি (আল্লাহ) তাদের জীবন ও সম্পদ থেকে জান্নাত দিয়েছি। তারা বলে, 'আমরা ধৈর্যশীল, আমরা ঈমানদার, আমরা অনুগত, আমরা দান করি এবং আমরা রাতের শেষভাগে ক্ষমা প্রার্থনা করি।'" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৬, ১৭)এখানে রাতের শেষভাগে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে, যা তাহাজ্জুদ নামাজের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

- "এবং অবশ্যই আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছি একটি (কুরআন) যা (মানুষকে) জাগিয়ে তোলে। তার [নবী] উম্মতের জন্য এটা হবে [তাদের] জন্য নফল ইবাদত।" (সূরা বনী

ইসরাঈল, আয়াত ১০৫-১০৭)এই আয়াতে নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছে।

হাদিসে নফল নামাজের ফজিলত :

- রাসূলুল্লাহ ﷺ সমগ্র মানবজাতির জন্য এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তাঁর জীবনাচরণ, আমল ও নির্দেশনাগুলিই ইসলামি শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। নামাজের ক্ষেত্রে যেমন ফরজ ইবাদতের আদেশ কুরআনে এসেছে, তেমনি নফল নামাজের বিশেষ ফজিলত ও মর্যাদা হাদীসসমূহে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।
- নবী করিম ﷺ নিজে নিয়মিত নফল নামাজ আদায় করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে তা উৎসাহ দিতেন। এই অধ্যায়ে নফল নামাজের ফজিলত সম্পর্কিত প্রধান প্রধান হাদীস ও তাদের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো;
- ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণে নফল নামাজ;
- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–
- إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ < فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ :انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتُقِصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ
- "কিয়ামতের দিনে বান্দার প্রথম হিসাব হবে নামাজ সম্পর্কে। যদি তা ঠিক থাকে, সে সফল হবে; আর যদি ত্রুটি থাকে, ব্যর্থ হবে। যদি ফরজ নামাজে ঘাটতি পাওয়া যায়, আল্লাহ বলবেন: দেখো, আমার বান্দার কোনো নফল নামাজ আছে কি না; তা দিয়ে ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ করো।"
- — (আবু দাউদ, হাদীস: ৮৬৪; তিরমিজি, হাদীস: ৪১৩)
- বিশ্লেষণ:
- এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, নফল নামাজ কেবল অতিরিক্ত ইবাদত নয়, বরং এটি ফরজ নামাজের অভাব পূরণের এক অপরিহার্য মাধ্যম।
- আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের উপায়
- রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণিত এক হাদীস কুদসীতে বলেছেন–
- وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ <
- "আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে ক্রমাগত আমার নিকটে আসে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি।"
- — (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৫০২)
- ব্যাখ্যা:
- এখানে "نوافل" দ্বারা নফল নামাজ ও অন্যান্য অতিরিক্ত ইবাদত বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের সর্বোত্তম পথ হলো নফল নামাজ। এই ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর রহমতের পরিপূর্ণ ছায়ায় আসে।

নফল নামাজের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ইসলামী সমাজে তার চর্চা:

- ইসলামের সূচনা থেকে নফল নামাজ মুসলমানদের ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিচিত। নবী করিম ﷺ নিজ জীবনে নফল নামাজের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন এবং সাহাবীগণও তা অনুসরণ করেছেন। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে মুসলমান সমাজে নফল নামাজ আত্মিক উন্নতির মূল মাধ্যম হিসেবে চর্চিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে প্রাথমিক ইসলামি যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নফল নামাজের চর্চা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচিত হবে।

নবী করিম ﷺ এর জীবনে নফল নামাজ;

- নবুওতের পূর্ব ও পরের আমল;
- নবী করিম ﷺ নবুওতের পূর্বেই নির্জনে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। হিরা গুহায় দীর্ঘ সময় ইবাদত ও ধ্যানচিন্তায় কাটাতেন, যা ছিল আল্লাহর নিকট ঘনিষ্ঠতার সূচনা।
- নবুওতের পর তিনি ফরজ নামাজের পাশাপাশি নিয়মিত নফল নামাজ আদায় করতেন। বিশেষত তাহাজ্জুদ নামাজ তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।
- كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُومُ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ <
- "নবী ﷺ এত বেশি রাতের নামাজ আদায় করতেন যে তাঁর পা ফেটে যেত।"
- — (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১১৩০)
- বিশ্লেষণ:
- এটি প্রমাণ করে যে নফল নামাজ নবী করিম ﷺ-এর আত্মিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।
- তাহাজ্জুদ ও দোহা নামাজের নিয়মিত চর্চা
- আয়েশা (রা.) বলেন–
- كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً <
- "রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলায় এগারো রাকাআত নামাজ পড়তেন।"
- — (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১১৪৭)
- তিনি আরও বলেন–
- كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ <
- "নবী ﷺ চার রাকাআত দোহা নামাজ পড়তেন, কখনও আরও বেশি।"
- — (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৭১৯)
- বিশ্লেষণ:
- নবী ﷺ দিন ও রাত উভয় সময়েই নফল নামাজকে জীবনের অংশ বানিয়েছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে নফল নামাজ;

- সাহাবীগণ নবী ﷺ-এর অনুসরণে নফল নামাজে ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান।
- হযরত আবু বকর (রা.)
- আবু বকর (রা.) নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন। তিনি গভীর রাতে কাঁদতে কাঁদতে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, যেন পুরো ঘরটি আলোয় ভরে যেত।

- হযরত উমর (রা.);
- উমর (রা.) রাতের শেষ প্রহরে মসজিদে গিয়ে মানুষের জন্য দোয়া করতেন। ইতিহাসে তিনি “কায়েমুল লাইল” (রাতের উপাসক) হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
- উসমান (রা.) এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন শেষ করতেন। আলী (রা.) তাহাজ্জুদ ও ইস্তিখারার প্রতি ছিলেন বিশেষভাবে অনুরাগী।
- বিশ্লেষণ:
- সাহাবীদের জীবনে নফল নামাজের গুরুত্ব এতই প্রবল ছিল যে তারা তা ছাড়তেন না, এমনকি যুদ্ধের সময়েও তারা সুযোগ খুঁজে নিতেন।

তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের যুগে নফল নামাজের চর্চা

- ইসলামের পরবর্তী প্রজন্ম–তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন–নফল নামাজকে তাদের আত্মিক অনুশীলনের মূল কেন্দ্র করে তুলেছিলেন।
- হাসান বসরী (রহ.) রাতে দীর্ঘ সময় তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং বলতেন,
- “তাহাজ্জুদ নামাজই হলো মুমিনের গোপন অস্ত্র।”
- ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রাতভর নামাজ আদায় করতেন; অনেক সময় ভোর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করতেন।

মধ্যযুগীয় ইসলামি সমাজে নফল নামাজের ধারা;

- ইসলামি খিলাফতের যুগে মসজিদগুলো ছিল নফল নামাজের চর্চাকেন্দ্র। মসজিদে নববী ও মসজিদুল হারামে মুসল্লিরা রাতভর নফল নামাজ ও তেলাওয়াত করতেন।
- সুফি সাধকরা (যেমন: জুনাইদ বাগদাদি, আবদুল কাদের জিলানি, রুমি প্রমুখ) আত্মিক উন্নতির মূল হিসেবে নফল নামাজকে গ্রহণ করেছিলেন।
- قال الحسن البصري: <
- “ما علمت شيئًا أشد على النفس من قيام الليل.”
- — “আমি এমন কোনো ইবাদত জানি না যা আত্মাকে তাহাজ্জুদের মতো এতটা জাগ্রত করে।”
- ব্যাখ্যা:
- নফল নামাজ কেবল শরীয়তের অংশ নয়, এটি তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধির কেন্দ্রীয় অনুশীলনও হয়ে উঠেছিল।

আধুনিক যুগে নফল নামাজের চর্চা;

- বর্তমান যুগে প্রযুক্তি, ব্যস্ততা ও মানসিক চাপে মানুষ আত্মিক শান্তি হারাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে নফল নামাজ আবারও আত্মিক প্রশান্তির অন্যতম পথ হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে।
- বিশ্বের বড় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যেমন আল-আজহার, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল উলূম দেওবন্দ প্রভৃতিতে নফল ইবাদতের ওপর গবেষণা ও শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

● অনেক মুসলিম সমাজে রমজান, আরাফা, আশুরা ইত্যাদি বিশেষ সময়ে তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও দোহা নামাজের সমষ্টিগত আয়োজন করা হয়, যা মুসলিম ঐক্য ও ঈমানি চেতনা দৃঢ় করে।

নফল নামাজের শারিরীক ও মানসিক প্রভাব:

মানসিক প্রশান্তি ;

● নফল নামাজ মানুষকে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা থেকে মুক্তি দেয়। কারণ এতে মনোযোগ, প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

● আধুনিক মনোবিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে যে নিয়মিত নামাজ আদায় মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

● أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ <

● “নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।”

● — (সূরা আর-রা ‘দ, আয়াত: ২৮)

শারিরীক উপকারিতা;

● নফল নামাজে নিয়মিত রুকু, সিজদা ও কিয়ামের মাধ্যমে শরীরের রক্তসঞ্চালন উন্নত হয়, শরীর নমনীয় ও সুস্থ থাকে। বিশেষত তাহাজ্জুদের সময়কার ঠান্ডা বাতাস ও প্রশান্ত পরিবেশ শরীর ও মনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

নফল নামাজের আত্মিক প্রভাব:

নফল নামাজ মানুষকে সৎ, ধৈর্যশীল ও আত্মনিয়ন্ত্রিত করে। এটি অহংকার ভেঙে বিনয় শেখায়, ভোগবিলাসের পরিবর্তে আত্মসংযম শেখায়।আল্লাহ তায়ালা বলেন;

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا <

“যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে সে সফল হয়েছে, আর যে তাকে কলুষিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।”

– (সূরা আশ-শামস: ৯-১০)

ব্যাখ্যা ; নফল নামাজ আত্মার এই ‘তাযকিয়া’ বা পরিশুদ্ধি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নফল নামাজ বান্দার ঈমানকে দৃঢ় করে তোলে। নিয়মিত নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, বিপদে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ হয়।

...إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ <

“মুমিন তো তারা, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কেঁপে ওঠে…”

– (সূরা আল-আনফাল: ২)

বিশ্লেষণ:

নফল নামাজ ঈমানকে জাগ্রত রাখে এবং বান্দাকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করে।

. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন;আল্লাহ তায়ালা বলেন;

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ <

● “আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে ক্রমাগত আমার নিকটে আসে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৫০২)

ব্যাখ্যা:

● এই হাদীস স্পষ্ট করে যে, নফল নামাজ হলো আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের সোপান। যখন বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে আসে, তখন তার অন্তরে এক ধরনের আত্মিক প্রশান্তি ও আলোকিততা সৃষ্টি হয়।

আত্মিক প্রশান্তি ও অন্তরের শান্তি–-এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন; ● الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

● “যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয় — জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।”

● — (সূরা আর-রা ‘দ: ২৮)

বিশ্লেষণ:

● নফল নামাজে আল্লাহর স্মরণ ও সংলগ্নতা থাকে, যা মন থেকে দুশ্চিন্তা ও ভয় দূর করে। এটি মানসিক প্রশান্তি ও আত্মিক স্থিতিশীলতা প্রদান করে।

● গুনাহ মোচন ও আত্মশুদ্ধি:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ● عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ

● “তোমরা রাতের নামাজ আদায় করো; এটি পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলদের অভ্যাস, আল্লাহর নিকটে যাওয়ার মাধ্যম, গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং পাপ মোচন করে।”

● — (তিরমিজি, হাদীস: ৩৫৪৯)

ব্যাখ্যা:

● নফল নামাজ গুনাহ মোচনের অন্যতম পথ। নিয়মিত নফল আদায় করলে বান্দা পাপাচার থেকে দূরে থাকে এবং অন্তর পরিশুদ্ধ হয়।

নফল নামাজ ও চরিত্র গঠন:

● নফল নামাজ মানুষকে সৎ, ধৈর্যশীল ও আত্মনিয়ন্ত্রিত করে। এটি অহংকার ভেঙে বিনয় শেখায়, ভোগবিলাসের পরিবর্তে আত্মসংযম শেখায়।

● قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا <

● “যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে সে সফল হয়েছে, আর যে তাকে কলুষিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।”

● — (সূরা আশ-শামস: ৯-১০)

● ব্যাখ্যা:

● নফল নামাজ আত্মার এই ‘তাযকিয়া’ বা পরিশুদ্ধি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আত্মিক উন্নতি ও ঈমান দৃঢ়ীকরণ:

- নফল নামাজ বান্দার ঈমানকে দৃঢ় করে তোলে। নিয়মিত নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, বিপদে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ হয়।
- ...إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ <
- “মুমিন তো তারা, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কেঁপে ওঠে…”
- — (সূরা আল-আনফাল: ২)
- বিশ্লেষণ:
- নফল নামাজ ঈমানকে জাগ্রত রাখে এবং বান্দাকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করে।

পরিবারে নফল নামাজের প্রভাব:

- পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করে: পরিবারের সদস্যরা একসাথে নফল নামাজ আদায় করলে তাদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব কমে এবং একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বাড়ে।
- ধর্মীয় অনুশাসন বজায় থাকে: নফল নামাজের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন বজায় থাকে। তারা ধর্মীয় রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।
- ঐক্য ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে: একসাথে নামাজ আদায় করা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ঐক্য বৃদ্ধি করে।
- নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সাহায্য করে: নফল নামাজ আদায় করার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করে।

সমাজে নফল নামাজের প্রভাব:

- সামাজিক শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটে: নফল নামাজের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে সততা ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়, যা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সামাজিক শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটায়।
- অন্যের কল্যাণে উৎসাহ:নফল নামাজের চর্চা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে, অন্যের দুঃখে সহমর্মী করে তোলে। কারণ নামাজ মানুষকে মনে করিয়ে দেয় — সকল শক্তি ও সম্পদ আল্লাহর দান, আর সেই দান অন্যের উপকারে ব্যয় করাই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা।
- পাপ ও অশ্লীলতা দূর হয়: নফল নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি সমাজ থেকে পাপ ও অশ্লীলতা দূর করতে উৎসাহিত হয়।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ: নফল নামাজের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

নফল নামাজের নিষিদ্ধ সময়:সূর্যোদয়ের সময় সব নামাজ নিষিদ্ধ, সূর্য মাথার ওপর স্থির থাকা অবস্থায় নামাজ পড়া মাকরুহে তাহরিমি, সূর্যাস্তের সময় চলমান আসর ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ বৈধ নয়। এ ছাড়া ফজর নামাজের ওয়াক্ত হলে তখন থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসর ওয়াক্তে ফরজ নামাজ পড়া হলে তখন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো ধরনের নফল নামাজ পড়া নিষেধ। এই পাঁচটি সময় বাদে অন্য যেকোনো সময় নফল নামাজ পড়া যায়। (আওকাতুস সালাত)।

## নফল ছালাতে দোয়া কবুল হওয়ার সুযোগ:

নফল নামাজ শুধু একটি অতিরিক্ত ইবাদত নয়; এটি আল্লাহর বান্দার জন্য দোয়া, মনোযোগ ও নিবেদনের এক বিশেষ ক্ষেত্র। নফল নামাজে বান্দা যখন নিজের ইচ্ছায়, নিজের হৃদয়ের টানেই আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়, তখন তার দোয়া আরও বেশি গুরুত্ব পায়। হাদিসে এসেছে–আল্লাহ তাআলা বান্দার দোয়া গ্রহণ করতে ভালোবাসেন, বিশেষ করে যখন সে বিনয় ও আন্তরিকতায় তাঁর দিকে ফিরে আসে।

১. সিজদা হলো দোয়া কবুলের সর্বোত্তম মুহূর্ত;

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "বান্দা তার রবের নিকটতম হয় সিজদার সময়ে। তাই সিজদায় বেশি বেশি দোয়া করো।"

সুতরাং নফল নামাজে যখন আপনি দীর্ঘ সিজদায় যান, তখন আল্লাহর নৈকট্য লাভের দরজা খুলে যায়, আর দোয়া কবুলের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

২. নফল ইবাদতে আন্তরিকতা বেশি হয়;

ফরজ নামাজ আদায় করা বাধ্যতামূলক হওয়ায় অনেক সময় মন সম্পূর্ণ মনোযোগী থাকে না। কিন্তু নফল নামাজে মানুষ নিজ ইচ্ছায় দাঁড়ায়–যখন অন্তরের টান থাকে, তখন দোয়ার স্বরূপও হয় আরও হৃদয়গ্রাহী। আন্তরিক দোয়া আল্লাহ তাআলা কখনোই ফিরিয়ে দেন না।

৩. নফল নামাজে দীর্ঘ কিয়াম ও রুকুতে দোয়া;

অনেক নফল নামাজ–যেমন তহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত–এগুলোতে মানুষ ধীরস্থির হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে, রুকু ও সিজদা বাড়াতে পারে। এই সময়গুলো দোয়া কবুলের জন্য খুবই বিশেষ মুহূর্ত।

৪. তহাজ্জুদ–দোয়া কবুলের শ্রেষ্ঠ সময়;

নফল নামাজের মধ্যে তহাজ্জুদ নামাজ দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসে এসেছে–

রাতের শেষ তৃতীয় ভাগে আল্লাহ তাআলা আসমান-দুনিয়ার নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন:

"কে আছে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে দেব। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।"

এ সময়ের দোয়া সাধারণত ফেরত যায় না।

৫. নফল নামাজ বান্দাকে মনকে নরম করে;

নফল নামাজের মাধ্যমে হৃদয় কোমল হয়, পাপ থেকে দূরে থাকা সহজ হয় এবং অন্তরের পর্দা দূর হয়। মন যখন নরম হয়, তখন দোয়া আরও গভীরভাবে আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়।

৬. গোপন ইবাদতের বারাকাহ;

নফল নামাজ সাধারণত মানুষের চোখের আড়ালে হয়, বিশেষ করে ঘরে বা রাতে। গোপন ইবাদত আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর প্রিয় ইবাদতের সাথে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

৭. নফল নামাজে দোয়া করার বৈশিষ্ট্য;

নফল নামাজে নামের পরে, রুকু/সিজদায়, অথবা সালামের পর দোয়া করা যায়। সালামের পর হাত তুলে দীর্ঘ দোয়া করা সুন্নত। নিজের ভাষায় দোয়া করা যায়। দোয়ার সময় কাঁদা, তওবা করা এবং আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করা অত্যন্ত ফলদায়ক

গোপনে নফল ইবাদত করার ফজিলত: গোপনে নফল ইবাদত করা ইসলামে অত্যন্ত মূল্যবান একটি আমল। বাহ্যিকভাবে এটি ছোট মনে হলেও আল্লাহর কাছে এর মর্যাদা অসাধারণ। কারণ গোপন ইবাদত বান্দার ভিতরের সত্যিকার ইমান, ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে।

১. গোপন আমলে থাকে নিখাঁদ আন্তরিকতা;

গোপনে ইবাদত করলে সেখানে কারো প্রশংসা, বাহবা বা দেখানোর কোনো সুযোগ থাকে না। যার ফলে আমলটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়।

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মহামূল্যবান আমল হলো–যা রিয়া বা দেখানোর মিশ্রণমুক্ত।

---

২. গোপন নফল ইবাদত রিয়ার (দেখানোর) রোগ থেকে রক্ষা করে

মানুষ কখনো কখনো অজান্তেই দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করে ফেলে।

কিন্তু গোপনে নফল নামাজ পড়লে কেউ তা জানেই না– ফলে বান্দা রিয়া, অহংকার, আত্মগরিমা থেকে নিরাপদ থাকে। এতে ইখলাস (নির্মল আন্তরিকতা) গড়ে ওঠে।

---

৩. গোপন ইবাদত আল্লাহর বিশেষ প্রিয়

হাদিসে রয়েছে–

"কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন।"

এর একটি শ্রেণি হলো– "যে ব্যক্তি এমনভাবে সাদকা দেয় যে তার বাম হাতও জানে না তার ডান হাত কি দিয়েছে।" এর মূল শিক্ষা হলো–গোপন ইবাদত আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও মর্যাদাবান।

–

৪. সৎকর্মের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে;

গোপনে ইবাদত করলে মানুষ তা নিয়মিত করতে পারে। কারণ সেখানে মানুষের দৃষ্টির চাপ নেই।এতে ইবাদত আরো স্থায়ী, শান্তিপূর্ণ ও মনোযোগপূর্ণ হয়।

---

৫. গোপন নফল – আত্মশুদ্ধি ও অন্তরের নরমতা আনে,

গোপন ইবাদতে চোখে পানি আসে, মন নরম হয়, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

গোপন অবস্থায় দোয়া করলে তা আরও দ্রুত কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ তখন হৃদয়ের কণ্ঠস্বর সবচেয়ে সত্য হয়।

---

৬.সালাফদের (ধার্মিক পূর্বসূরিদের) গোপন আমলের অনুশীলন;

অনেক সাহাবি ও ওলিরা তাদের নফল ইবাদত গোপন রাখতেন। অনেকে বহু বছর পর্যন্ত তাদের পরিবারের কেউ জানতেও পারেননি যে তারা রাতের তাহাজ্জুদ পড়তেন বা দান করতেন। এতে বোঝা যায়, গোপন আমলের মর্যাদা কত উচ্চ।

---

৭. গোপন ইবাদত বান্দাকে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে

যারা গোপনে অতিরিক্ত ইবাদত করে, আল্লাহ তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

এখানে ইবাদত বড় বা ছোট–তা গুরুত্বপূর্ণ নয়।গুরুত্বপূর্ণ হলো–এটি একান্ত আল্লাহর জন্য করা এবং গোপনে করা।

নফল ইবাদত নিয়ে ভুল ধারণা:

নফল নামাজ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলেও যুগে যুগে এর সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা, কুসংস্কার এবং অতিরঞ্জিত মত তৈরি হয়েছে। এসব ভুল ধারণা শুধু ইবাদতের পবিত্রতা নষ্ট করে না, অনেক সময় মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং শিরক-বেদআতের মতো গুরুতর ভুলের দিকে ঠেলে দেয়। নফল ইবাদতের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে এসব ভুল ধারণা বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

–

নফল ইবাদতকে ফরজের সমান মনে করা;

অনেক মানুষ ভুলবশত নফল ইবাদতকে এমনভাবে গুরুত্ব দেন যে তা ফরজের স্থানে প্রতিস্থাপিত হয়। ইসলামী শরিয়তে ফরজ ইবাদতের স্থান সর্বোচ্চ, আর নফল হলো ফরজ ইবাদতের ঘাটতি পূরণের একটি অতিরিক্ত উপায়।

কিন্তু নফল কখনো ফরজের বিকল্প হতে পারে না। এই ভুল ধারণা অনেক সময় মানুষকে ফরজ অবহেলায় নিয়ে যায়, যা গুরুতর গুনাহ।

---

সাংস্কৃতিক রীতিকে ধর্মীয় নফল ইবাদত ভেবে নেওয়া;

অনেক সমাজে কিছু নির্দিষ্ট রীতি আছে যা ইসলামে নির্দিষ্ট নয়, কিন্তু তা নফল ইবাদতের নামে প্রচলিত হয়ে যায়। যেমন:

বিশেষ দিন বা রাত উপলক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যক রাকাত নামাজ বাধ্যতামূলক ভেবে নেওয়া।

মৃত আত্মীয়ের জন্য নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক নফল নামাজ।

এসবের ভিত্তি সহীহ হাদিসে নেই, ফলে সেগুলোকে শরিয়তের অংশ মনে করা ভুল।

শুধু বড় বড় নফল ইবাদত গুরুত্বপূর্ণ, ছোট নফল ইবাদত নয়–এমন ধারণা; যেমন– দু' রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদকে গুরুত্ব না দেওয়া, ওজুর পর নফলকে তুচ্ছ মনে করা। এটিও ভুল; ছোট ইবাদতেই বড় ফজিলত আছে।

---

## অতিরঞ্জন ও কুসংস্কার;

নফল নামাজের ফজিলত হাদিসে বর্ণিত হলেও, অনেক সময় মানুষ নিজেরা অতিরঞ্জিত ফজিলত প্রচার করে থাকে। উদাহরণ: "একবার এই নফল পড়লে সমস্ত জীবনের গুনাহ মাফ।" "এই নামাজ পড়লে দরজায় সোনা-রূপা আসবে।"
এসব অতিরঞ্জিত ও ভিত্তিহীন দাবি ইবাদতের মর্যাদা নষ্ট করে এবং সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ায়।
নফল ইবাদতকে শুধু বৃদ্ধ মানুষের কাজ ভাবা; কিছু সমাজে "বুড়ো হলে নামাজ, নফল" — এই ধারণা আছে।
এটি ভুল; নফল ইবাদত সব বয়সের জন্য।

---

দলিলবিহীন নির্দিষ্ট সংখ্যা বা পদ্ধতি নির্ধারণ;
কিছু নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষ নিজেরা নির্দিষ্ট রাকাত বা দোয়া ঠিক করে নেন, যা সহীহ দলিলভিত্তিক নয়। যেমন: নির্দিষ্ট দিনে "অমুক সমস্যার সমাধান" জন্য ১২ রাকাত নফল, অমুক সূরা ১০০ বার পড়লে নফল সম্পূর্ণ হবে। এসব প্রক্রিয়া অনেক সময় বেদআতের পর্যায়ে চলে যায়।
নফল ইবাদতকে দায়সারা বা যান্ত্রিকভাবে পালন করা;
অনেক মানুষ নফল নামাজকে কেবল অতিরিক্ত রাকাত পড়া হিসেবে মনে করেন। খুশু-খুযু, তিলাওয়া, দোয়া ও মনোযোগের গুরুত্ব তারা বিবেচনা করেন না।
এমন ভুল ধারণা নফল ইবাদতের আধ্যাত্মিক মূল্যকে কমিয়ে দেয়।
নফল ইবাদতের উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া;
নফল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহর নৈকট্য অর্জন আত্মশুদ্ধি ফরজ আমলের ঘাটতি পূরণ।
কিন্তু ভুল ধারণা হলো–
"নফল বেশি বেশি পড়লে আল্লাহর কাছে বিশেষ ক্ষমতা বা অলৌকিক শক্তি পাওয়া যায়।"
ইসলাম কোনো ইবাদতকেই অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যম বলে উল্লেখ করেনি।

ফিকহি মতভেদকে ভুল ধারণা মনে করা;

নফল ইবাদতের কিছু বিষয়ে বিভিন্ন মাযহাব বা আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকেই এটাকে ‘ভুল’ বা ‘হারাম’ মনে করেন, যা সঠিক নয়।

ফিকহি মতভেদ ইসলামের বৈজ্ঞানিক, যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার অংশ– ভুল ধারণা নয়।

–

আধুনিক যুগে ভুল ধারণার নতুন রূপ;

আজকের যুগে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক ভুয়া হাদিস বা নফল নামাজের অতিরঞ্জিত ফজিলত ছড়ানো হয়।

যেমন:“আজকের রাতে এই ৪ রাকাত পড়লে জান্নাত নিশ্চিত।”

“শেয়ার করলে সওয়াব, না করলে গুনাহ।”

এগুলো ইসলামের নাম ব্যবহার করে মানুষের আবেগকে ব্যবহার করার একধরনের বিভ্রান্তি।

নফল ইবাদতকে প্রচার করা (রিয়া);

যেমন– সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেওয়া: “আজ ২০ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়লাম।” এটি রিয়া (প্রদর্শন) সৃষ্টি করে যা ইবাদতের নিয়তকে নষ্ট করে।

নফল ইবাদত ও সময় ব্যবস্থাপনা:

নফল ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম নয়, বরং এটি ব্যক্তিগত সময় ব্যবস্থাপনা এবং জীবনশৃঙ্খলা গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। আধুনিক জীবনের ব্যস্ততায় নফল ইবাদতকে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা একজন মুসলিমের আত্মশৃঙ্খলা, কার্যক্ষমতা এবং মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক।

---

নফল ইবাদত ও দৈনন্দিন রুটিনের সমন্বয় ;

নফল ইবাদতকে দৈনন্দিন সময়সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করলে।

সকালে সূর্যোদয়ের পর ফজরের অতিরিক্ত রাকাত পড়ার মাধ্যমে দিন শুরু করা যায়।

কাজের মধ্যে ছোট বিরতির সময় নফল দোয়া ও ধ্যানের জন্য ব্যবহার করা যায়। রাতে তাহাজ্জুদ বা উইজুদুল ক্বীয়া পড়া মানসিক শান্তি ও ঘুমের মান উন্নত করে। উদাহরণ: একজন কর্মজীবী ব্যক্তি সকালে ২-৪ রাকাত নফল ফজর এবং রাতে ৪-৬ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়লে তার দৈনন্দিন কর্মদক্ষতা ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়।

---

নফল ইবাদত এবং সময়ের মূল্যায়ন;

ইসলামে সময়কে “সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ” হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নফল ইবাদত সময়কে সচেতনভাবে ব্যবহার করার একটি সুযোগ প্রদান করে।

সময় নির্ধারণ করা এবং সেই অনুযায়ী নফল পড়া মানুষকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় পরিচালিত করে।

ইবাদত রুটিন ব্যক্তিকে প্রত্যেক মুহূর্ত সচেতনভাবে ব্যবহার করার অভ্যাস শেখায়।

---

ব্যস্ত জীবনে নফল নামাজের অন্তর্ভুক্তি;

কর্মজীবী ও ছাত্রদের জন্য: ছোট বিরতি বা দুপুরের সময় ২ রাকাত নফল পড়া যেতে পারে।

গৃহিণী বা অভ্যস্ত মানুষের জন্য: ঘরোয়া কাজের বিরতি ব্যবহার করে নফল পড়া যায়।

বয়সদীর্ঘ বা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য: অবস্থান বা শয্যায় বসে নামাজ পড়ার মাধ্যমে নফল পূর্ণ করা সম্ভব।

গুরুত্বপূর্ণ দিক: সময়ের অভাবে নামাজ বাদ না দিয়ে, নফল ইবাদতকে ছোট, পরিকল্পিত অংশে ভাগ করা যেতে পারে।

---

নফল ইবাদতের মাধ্যমে সময় শৃঙ্খলা ও প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধি;

নফল নামাজ ব্যক্তি ও পরিবারকে দৈনন্দিন সময়মতো কাজে নিযুক্ত রাখে।

নিয়মিত নফল নামাজ সচেতনতার অভ্যাস তৈরি করে, যা কাজের দক্ষতা ও সময় ব্যবহার উন্নত করে।

সিজদা, দোয়া এবং ধ্যানের মধ্য দিয়ে মনোবল ও ফোকাস বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ: কেউ যদি প্রতিদিন দুপুরে ২-৪ রাকাত নফল নামাজের সময় নির্ধারণ করে, তখন তার মধ্যাহ্নভোজ ও বিশ্রামের সময়ও স্বাভাবিকভাবে রুটিনে আসে।

---

সময় ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি

স্মার্টফোনের রিমাইন্ডার এবং ইসলামিক অ্যাপ ব্যবহার করে নফল নামাজের সময় মনে রাখা যায়।

ডিজিটাল ক্যালেন্ডার বা নোটিফিকেশন দিয়ে ব্যস্ত জীবনে ইবাদতকে সমন্বিত করা সম্ভব।

তবে লক্ষ্য রাখতে হবে—নফল নামাজ কখনো রিমাইন্ডার বা প্রযুক্তির কারণে রুটিন-ভিত্তিক যান্ত্রিক হয়ে যাবে না।

—

নফল ইবাদত মানুষের জীবনে বরকত ও সফলতা এনে দেয়:

নফল নামাজের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো—এটি শুধু আখিরাত নয়, দুনিয়ার জীবনেও অগণিত বরকত ও সফলতার দরজা খুলে দেয়। কারণ নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, আর আল্লাহ যাকে সন্তুষ্ট হন—তার জীবনে বরকত নেমে আসে।

১. নফল নামাজে আল্লাহর বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়;

হাদিসে এসেছে—

"বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার এত নিকটবর্তী হয় যে, আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি।" আর আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন

তার রিজিকে বরকত দেন,
কাজের মধ্যে সহজি দেন,
বিপদ থেকে তাকে হেফাজত করেন। এটাই জীবনের বাস্তব সফলতা।
২. কাজের মাঝে সহজি ও তাওফিক পাওয়া;
নফল নামাজ মানুষকে আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়; আল্লাহ তাআলা তার কাজগুলো সহজ করে দেন। যে ব্যক্তি নিয়মিত নফল নামাজ আদায় করে, সে দেখবে–
কঠিন কাজ সহজ হয়ে যাচ্ছে,
সমস্যার সমাধান মিলছে,
মন স্থির হচ্ছে,
সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ছে।
এগুলো সফলতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
৩. রিজিকে বরকত আসে;
নফল নামাজ, বিশেষ করে ইশরাক ও চাশত নামাজের প্রতি আলাদা ফজিলত রয়েছে। হাদিসে এসেছে–চাশত নামাজ রিজিকের বরকতের কারণ। এর ফলে–
রিজিকে অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি,
রোজগারে সন্তুষ্টি,
অপচয় থেকে বাঁচা–এসব বরকত আসে।
৪. ঘর-সংসারে শান্তি ও সুখ;
নফল নামাজ মানুষের অন্তর্দুনিয়া বদলে দেয়–
রাগ কমায়,
মনকে নম্র করে,
দাম্পত্য জীবনে শান্তি আনে,
পরিবারের ওপর রহমত নেমে আসে। একটি ঘরে যখন নফল ইবাদত করা হয়, সে ঘরে ফেরেশতারা আসেন এবং আল্লাহর সাকিনা (শান্তি) বর্ষিত হয়।
৫. বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা;
নফল ইবাদত আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যম। যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে বিপদ ও শত্রু থেকে হিফাজত করেন।
ফজর, ইশরাক, তহাজ্জুদ, আওয়াবিন–এ সব নফল আদায়কারী মানুষের জীবনে আল্লাহর সাহায্য স্পষ্টভাবে দেখা যায়।
৬. মানসিক প্রশান্তি–সফলতার মূল চাবিকাঠি;
সফলতা শুধু ধনসম্পত্তি নয়–
মন শান্ত হওয়াই বড় সফলতা।
নফল নামাজ:

অস্থিরতা দূর করে,
দুশ্চিন্তা কমায়,
ভয়-উৎকণ্ঠা দূর করে,
রোগ-ব্যাধি ও হতাশা থেকে মানুষকে রক্ষা করে। যে মন শান্ত, সে যে কোনো কাজে সফল হতে পারে।

৭. দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যমে সফলতা

নফল নামাজে দোয়া কখনোই ব্যর্থ যায় না। নফল নামাজ শেষে যখন মানুষ হাত তুলে দোয়া করে–

- জীবনের সমস্যার সমাধান,
- ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি,
- পরীক্ষায় সফলতা,
- পরিবারে শান্তি–

এসবই আল্লাহ কবুল করে দেন। দোয়া গ্রহণ মানেই জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য পাওয়া।

৮. পাপ থেকে বাঁচার শক্তি–সবচেয়ে বড় সফলতা

জীবনে সফলতার মূল হলো–পাপ থেকে বাঁচা।
নফল নামাজ আত্মাকে শক্তিশালী করে, পাপের প্রতি বিরক্তি তৈরি করে, এবং সৎকর্মে আগ্রহ বাড়ায়।
যে মানুষ গুনাহ থেকে দূরে থাকে–সে আল্লাহর দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই সফল।

## উপসংহার

: নফল নামাজ হলো এমন এক ইবাদত যা মুমিনকে তার সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, হৃদয়ে প্রশান্তি আনে এবং সমাজে নৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।ইসলামের ইতিহাসে এটি কখনোই অবহেলিত হয়নি–বরং যুগে যুগে নবী, ওলি, আলেম ও সাধারণ মুসলমানরা নফল নামাজের মাধ্যমে নিজেদের ঈমান দৃঢ় করেছেন।

০ নফল নামাজ কেবল অতিরিক্ত ইবাদত নয়, এটি একজন মুমিনের আত্মিক পরিচয়, ঈমানের নিদর্শন ও আল্লাহভীতির প্রতিফলন।

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ <

"নিশ্চয়ই সফল তারা, যারা নামাজে বিনয়শীল।"
– (সূরা আল-মু' মিনূন, আয়াত: ১-২)

ফরয ইবাদত ছাড়াও আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কিছু নফল ইবাদতের সুযোগ রেখেছেন। নফল ইবাদতের মধ্যে ছালাত আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় আমল। দিন-রাতের নফল ছালাত মুমিন জীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি এবং উন্নত মর্যাদা লাভের মাধ্যম। নফল ছালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর অধিকতর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করে। জান্নাত পিয়াসী মুমিন বান্দাগণ অত্যন্ত যত্নসহকারে নফল ছালাত সমূহ আদায় করেন।

সুপারিশ;

গবেষণার আলোকে নীচের সুপারিশগুলো প্রস্তাব করা হলো–

(ক) পরিবারিক উদ্যোগ;

বাবা-মা শিশুদের ছোট বয়স থেকে নফল নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলা।

পরিবারের সকল সদস্যকে নফল নামাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার ভূমিকা;

শিক্ষার্থীদের নফল নামাজের গুরুত্ব শিক্ষাদান।

নিয়মিত নফল নামাজ পাঠ ও আলোচনা ক্লাস আয়োজন।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে নফল নামাজের ফজিলত শেখানো।

(গ) সমাজ ও সম্প্রদায়ের ভূমিকা;

মসজিদ, ইসলামিক সংস্থা ও সমাজের সকল স্তরে নফল নামাজ প্রচার।

যুবক ও সাধারণ মানুষের জন্য সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন।

(ঘ) প্রযুক্তি ব্যবহার;

অনলাইন ভিডিও, সামাজিক মিডিয়া ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে নফল নামাজের শিক্ষা প্রদান।

নফল নামাজের সময়সূচি ও নিয়মাবলি সহজলভ্য করা।

(ঙ) ব্যক্তিগত উদ্যোগ;

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নফল নামাজের অভ্যাস গঠন।

আত্মশুদ্ধি ও ধৈর্য বৃদ্ধির জন্য মনোযোগসহ নামাজ আদায়।

কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও তাসবিহের সঙ্গে সংযোজন।

## চূড়ান্ত মন্তব্য;

নফল নামাজ হলো ইসলামী জীবনের অতিরিক্ত শক্তি। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ, আত্মিক শান্তি প্রদান করে এবং সমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

বর্তমান সমাজে নফল নামাজের চর্চা বৃদ্ধি পেলে–

সমাজে নৈতিকতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে

ব্যক্তি ও পরিবারের আধ্যাত্মিকতা উন্নত হবে

যুবকরা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের প্রতি অনুপ্রাণিত হবে

সুতরাং নফল নামাজের চর্চা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, এটি সামাজিক দায়িত্বও।

তাই আসুন! আমরা সত্যিকারের আল্লাহ ওয়ালা বান্দা হওয়ার লক্ষ্যে অধিক হারে নফল ছালাত সমূহ আদায়ের চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!